ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পাপারাজ্জির জুতা নিজে এগিয়ে দিলেন আলিয়া!

পৃঃ ৫

মেসিকে টপকে গিনেস বুকে রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০০ ● কলকাতা ● ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২১ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

২১শে জুলাই তৃণমূলের মেগা

রাজনৈতিক সমাবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবার আরও জোরদার

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে ভাল ফলের পরে তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন। আগামিকাল, শুক্রবার ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত বছর নিরাপত্তা বেষ্টনী পার করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়েন এক ব্যক্তি। সারা রাত মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন ওই ব্যক্তি।

লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের বৃহত্তর সমাবেশ। ফলে ব্যাপক জমায়েত হবে ধরে নিয়েই ধর্মতলাতেই শহিদ দিবস পালন হচ্ছে। ফলে অনেক বেশি ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক জেলা থেকে প্রচুর গাড়ি আসার সম্ভবনা রয়েছে অনুষ্ঠান স্থলের দিকে। ফলে তিনটে জোনে ভাগ করে করা হচ্ছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এ জোনে থাকতে ৭ টি পার্কিং প্লেস, বি জোনে ১৫ টি পার্কিং প্লেস, সি জোনে ১৯ টি পার্কিং প্লেস। গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ডিসি ট্রাফিকের নেতৃত্বে বুধবার রাত ৯টা থেকে ডিউটি মোতায়েন থাকতে বলা হয়েছে। যাতে গাড়িগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং করা যায়। শহরের ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পিকেট থাকবে

এরপর ৩ পাতায়

'আমার হৃদয় ব্যথা ও ক্রোধে ভরা, কাউকে ছাড়া হবে না!",

কাদের এমন হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী?

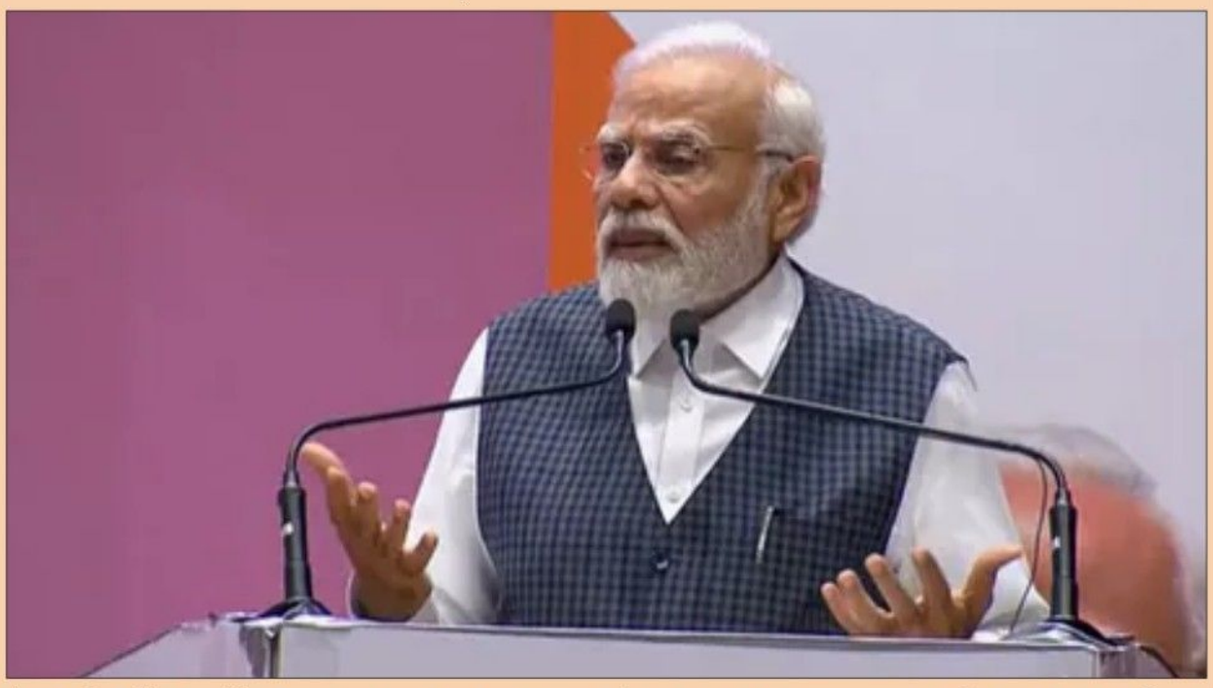

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০ জুলাই মানে আজ থেকেই সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিডিয়ার সামনে নিজের মন্তব্য পেশ করেন। উনি মণিপুরের ঘটনা নিয়ে কড়া পদক্ষেপের ভরসা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওনার হৃধ্য ব্যথা আর ক্রোধে ভরা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ আমি গণতন্ত্রের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু আমার মনে ব্যথা আর ক্রোধ বয়ে যাচ্ছে। মণিপুর থেকে যেই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, সেটা সভ্য সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, কোনও দোষীকে ছাড়া হবে না। আইন অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নেওয়া হবে। মণিপুরের ওই মেয়ের সঙ্গে যা অত্যাচার হয়েছে, তা কখনও ভোলানো যাবে না।"এই ঘটনা সভ্য সমাজের পক্ষে ঠিক নয়। উনি বলেন, দোষীদের কোনোভাবেই নিস্তার দেওয়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'মণিপুরের যেই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, সেটা সভ্য সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক। যারা এই দোষ করেছে তাঁর গুরুতর অপরাধ করেইছে। আর তাদের এই কাজের জন্য গোটা দেশে মান সম্মান ধুলোয় মিশে গিয়েছে। ওদের কারণে ১৪০ কোটি দেশবাসী লজ্জায় নিজের মুখ ঢাকছেন।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের আবেদন করছি যে, নিজের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা আরও মজবুত করুন। বিশেষ করে মা-বোনদের নিরাপত্তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিন। ঘটনা রাজস্থান, ছত্তিসগড় আর মণিপুরই হোক না কেন। ভারতের প্রতিটি কোণার প্রতিটি রাজ্য সরকার রাজনৈতিক বিবাদ ভুলিয়ে আইন ব্যবস্থাকে আরও কড়া করতে হবে, যাতে মহিলাদের সম্মান রক্ষা হয়।"

তথ্যপ্রমাণ থাকলে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে

এফআইআর করা যাবে, নির্দেশ হাই কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ থাকলে এফআইআর দায়ের করা যাবে। সে ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নিতে হবে না। বৃহস্পতিবার এমন নির্দেশই দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে এ ক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে হবে পুলিশকে। অভিযোগ সত্য হলে এবং তা গ্রহণযোগ্য মনে হলে এফআইআর করা যাবে।এ বার একটি মাত্র জনস্বার্থ মামলার নিরিখে কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে। করতে পারবে এফআইআর-ও। তবে গ্রেফতার বা কড়া পদক্ষেপ করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। প্রসঙ্গত, সংবিধানের ৩৬১ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল ফৌজদারী মামলা থেকে রক্ষাকবচ পেয়ে থাকেন।

(এক জন নির্বাচিত সাংসদের জনসমক্ষে করা মন্তব্য এই প্রতিবেদনে পুনর্বার তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। আনন্দবাজার অনলাইনের প্রধান

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিধানসভার অধিবেশন শুরু করতে

দিচ্ছেন না রাজ্যপাল', বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশে জুলাই এর আগের দিন রাজ্যপালকে সরাসরি নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা শুরু করতে না দেওয়া নিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে জুলাই-এর সভামঞ্চ থেকেই রাজ্যপালকে ফের নিশানা করলেন। বিধানসভার অধিবেশন শুরু করার জন্য রাজ্যপালের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়।রাজভবন সূত্রে খবর বিধানসভার অধিবেশন শুরু করা নিয়ে রাজ্যপাল মুখ্যসচিব বা পরিষদীয়মন্ত্রীর থেকে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন। সম্প্রতি উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও রাজ্যপালকে কড়া বার্তা দিয়েছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর। রাজ্যের প্রাক্তন উপাচার্যদেরই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মনোনীত প্রতিনিধি করে পাঠানো সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। শুধু তাই নয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র-এর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ রাজ্যপাল। আর সেই ওমপ্রকাশ মিশ্রকেই রাজ্যের তরফে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য করে পাঠানো হয়েছে। সবমিলিয়ে এবার বিধানসভার অধিবেশন শুরু করা নিয়ে রাজ্য - রাজ্যপাল সংঘাত কোন জায়গায় পৌঁছায় সেই দিকেই নজর গোটা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।কিন্তু এখনও সেই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেননি রাজ্যপাল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা শুরু হয়েছে। আর তা নিয়ে সরব হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন "আমাদের বিধানসভার অধিবেশন শুরু করতে দিচ্ছেন না রাজ্যপাল। আমাদেরই শুধু টার্গেট করে যাওয়া হচ্ছে।"

প্রসঙ্গত গত ১৭ জুলাই নবান্নের তরফে নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে বিধানসভায়। ফের কয়েক দিনের মাথায় সেই নির্দেশিকার বদল করল নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর ২৪ জুলাই থেকে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শুরু হতে পারে এই কথা মাথায় রেখেই বিধানসভায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।কিন্তু রাজভবনের পক্ষে বিধানসভার অধিবেশন শুরু করা সম্মতির সবুজ সংকেত আসেনি। সূত্রের খবর, এত কমদিনের নোটিসে বিধানসভার অধিবেশন কেন ডাকা হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিশদ জানতে চান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মনে করা হচ্ছে সেই কারণেই এখনও পর্যন্ত রাজভবনের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত যায়নি রাজ্য বিধানসভায়।আর সেই কারণেই রাজ্য বিধানসভার পরিবর্তে নবান্নেই আগামী সোমবারের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নবান্ন সূত্রে খবর মন্ত্রিসভার বৈঠকের সময়সীমা পরিবর্তন করতে চায় না নবান্নের শীর্ষ মহল। সেই কারণেই স্থান বদল করে নবান্নেই ফের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এর মাধ্যমেই রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত আরও বাড়ল। যদিও এই প্রসঙ্গ নিয়ে নবান্ন ও রাজভবন উভয়ের পক্ষ থেকেই কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি রাজভবনের সঙ্গে সংঘাত বেড়েছিল রাজ্যের রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজ্যের দাবি মেনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রাজীব সিনহাকেই নিয়োগ পত্র দেন রাজ্যপাল।সূত্রের খবর বিধানসভার অধিবেশন শুরু নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী থেকে জানতে চাইতে পারেন রাজ্যপাল। বর্তমানে রাজ্যপাল কেরালায় রয়েছেন। আগামিকাল ফিরতে পারেন কলকাতায়। সেক্ষেত্রে আগামিকাল ফিরেই পরিষদীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হতে পারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে এ বার বিধানসভার অধিবেশন নিয়েও রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত শুরু হচ্ছে?

জেলার হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই শহরে,

ধর্মতলায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস। এই দিন নিয়ে প্রবল ব্যস্ততা, প্রস্তুতি থাকে তৃণমূলের। জেলা থেকে মানুষ আসতে শুরু করেন আগের দিন থেকেই। অন্যদিকে ধর্মতলায় আজ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মূল মঞ্চ, গেট,

এরপর ৩ পাতায়

সহ-শিক্ষার পরিবেশে ছেলে-মেয়েদের

একসাথে শেখার সমান সুযোগ

Kolkata 18th July 2023: নিউজ সারাদিন : জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউট (জেডিবিআই) হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি বেসরকারি অনুদানবিহীন কলেজ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করা এই প্রতিষ্ঠানটি এখন ছেলেদের জন্য সব কোর্সের দরজা খুলে দিয়েছে। এতদিন এখানে শুধু মেয়েরা পড়াশোনা করত। তবে চলতি অধিবেশন থেকে জেডিবিআই সহশিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করবে। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেডিবিআইয়ের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. দীপালি সিংহী তিনি আরো জানান, ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৬০ বছরেরও বেশি সময় পূর্ণ করেছে। এই ছয় দশকে ইনস্টিটিউটটি পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা ও দাবী সাথে উন্নত হয়েছে। মূলত একটি গার্লস কলেজে ছয়টি স্নাতক কোর্স এবং একটি পিজি ডিপ্লোমা এবং বিবিএ ছাড়াও চারটি স্নাতকোত্তর কোর্স এবং কিছু সার্টিফিকেট কোর্স মেয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ থাকবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩ -২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত কোর্সে ছেলেদের ভর্তির অনুমতি দিয়েছে।

মমতাকে খোলা চিঠি অপর্ণাদের,

পঞ্চায়েতে হত্যালীলা ও অরাজকতার দায় আপনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলায় সন্ত্রাস ও অশান্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করতে চাইলেন অপর্ণা সেন , মীরাতুন নাহার সহ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ।

এদিন অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্পণা সেনকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তাহলে কি পরিবর্তনের জন্য লড়াই করা ভুল হয়েছিল? জবাবে তিনি বলেন, না তা কেন? বাংলায় তখন পরিবর্তন দরকার ছিল। বামফ্রন্ট জমানার শেষদিকে যেমন হার্মাদরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, যেখানে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল, তাতে পরিবর্তন দরকার ছিল। অপর্ণার কাছে এও জানতে হয়, তাহলে এখন ফের পরিবর্তন দরকার বলে মনে করেন? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ পরিবর্তন দরকার। কিন্তু কে আছে? চারিদিকে তো অন্ধকার কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। সব রাজনৈতিক দল দুর্নীতিগ্রস্ত, আর যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, তারা ভোট পায় না।

বৃহস্পতিবার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন।

তারপর সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি পড়ে শোনান অভিনেত্রী ও পরিচালক অপর্ণা সেন। তিনি বলেন, 'আপনি অবগত আছেন যে গত ৮ জুন থেকে এ পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে ৫২ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বহু মানুষ নিঁখোজ। আপনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব অস্বীকার না করলেও এ কথা বলা যায়, এই ভোটে হত্যালীলা ও অরাজকতার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও আপনার।'

অপর্ণাদের কথায়, 'স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উপর নির্ভর করেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনকে চলতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এই দায়িত্ব কোনওভাবেই আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।'খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা দাবি করছি অবিলম্বে এই রক্তস্নাত পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রাণ, সম্পত্তি রক্ষার জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার উদ্যোগী হোক।'

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তৃণমূলের মুখপাত্র তাপস রায় বলেন, 'বাম জমানায় পঞ্চায়েত ভোটের পর অর্পণা সেনদের খোঁজ কেন পাওয়া যেত না? কটা চিঠি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন তিনি? এই পঞ্চায়েত ভোটে সবচেয়ে বেশি কর্মী মারা গিয়েছে তৃণমূলের। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা হচ্ছে।'

তদন্তের মাঝপথে সিবিআই কর্তার বদলি,

কয়লা-গরু পাচার মামলায় কি নতুন মোড়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বদলি করা হল সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের যুগ্ম অধিকর্তা এন বেণুগোপালকে। কয়লা এবং গরু পাচার তদন্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। তাঁর পরিবর্তে ওই পদের দায়িত্বে এলেন রাজেশ প্রধান। হায়দরাবাদ জোনের নতুন যুগ্ম অধিকর্তার পদে বদলি করা হয়েছে বেণুগোপালকে। বেণুগোপালের পাশাপাশি যুগ্ম অধিকর্তা (নীতি) অমিত কুমারকেও বদলি করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর।বস্তুত, গরু পাচার মামলায় গত বছরের অগস্টে তৃণমূলের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলক গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই মুহূর্তে তিহাড়ের জেলে রয়েছেন অনুব্রত। অন্যদিকে কয়লা পাচারকাণ্ডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার জেরা করেছেন তদন্তকারীরা। স্বভাবতই, তদন্তের মাঝপথে সিবিআই কর্তার বদলি ঘিরে তৈরি হচ্ছে নানা জল্পনা।বস্তুত, রাজ্যের একাধিক দুর্নীতির তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি মামলা হল, কয়লা এবং গরু পাচার ।এই দুটি হেভিওয়েট মামলার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন বেণুগোপাল। সূত্রের খবর, গত বছর জুন মাসে সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের যুগ্ম অধিকর্তার পদে বসার পর থেকেই এই দুটি মামলার তদন্তভার সামলাচ্ছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে, তদন্তের মাঝপথে তাঁর বদলির জেরে কয়লা-গরু পাচার মামলার তদন্তের নতুন মোড় নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।জানা গিয়েছে, অতীতে গরু এবং কয়লা পাচার মামলার দায়িত্বে ছিলেন সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের যুগ্ম অধিকর্তা পঙ্কজ শ্রীবাস্তব। গত বছর জুন মাসে বদলি করা হয় পঙ্কজকে। সেই পদে আসেন বেণুগোপাল। এ বার তাঁকে বদলি করা হল। সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের নতুন যুগ্ম অধিকর্তা রাজেশ ২০০৩ সালের আইপিএস ক্যাডার। সূত্রের খবর, ডিআইজি পদ মর্যাদার এই অফিসারকে ডেপুটেশনের ভিত্তিতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সিবিআইয়ের কলকাতা জোনের যুগ্ম অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
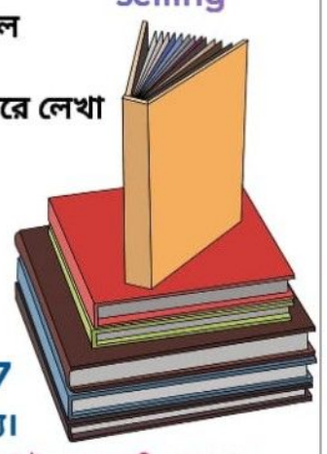
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

২১শে জুলাই তৃণমূলের মেগা রাজনৈতিক সমাবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবার আরও জোরদার

পুলিশের, ১৫ টি জায়গায় রাখা থাকবে অ্যাম্বুল্যান্স।পরে গ্রেফতার করা হয় তাকে। পুরনো ঘটনার থেকে পরিস্থিতি বিবেচনা করে শহিদ দিবস উপলক্ষে এবার আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাতে মুখ্যমন্ত্রীর ধারে কাছে কেউ পৌঁছতে না পারে, তার জন্য আরও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে হচ্ছে শহিদ দিবসের মঞ্চ। সেই মূল মঞ্চের নিরাপত্তা ভাগ করা হয়েছে তিনটি জোনে। জোন ১ এর মধ্যেই আবার প্রথম জোনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ডায়াস ও ভিক্টোরিয়া হাউজ (কোলাপসেবল গেট) ২) মূল মঞ্চের সামনে ডি জোনের ভিতরের অংশ ৩) মূল মঞ্চের সামনে ডি জোনের বাইরের অংশএই প্রথম জোনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ১ জন ডিসি, ৩ জন এসি, ৫ ইনস্পেক্টর, ৫ জন এসআই/ সার্জেন্ট, ৩০ জন (আনআর্মড)পুলিশ, ৯৫ জন সাদা পোশাকে পুলিশ (মহিলা ও পুরুষ), ৪০ জন রাফ (মহিলা ও পুরুষ), মঞ্চের সামনে ডি জোনের বাইরে থাকবে ২০ জনের উইনার্স টিম। জোন ২ মঞ্চর পিছন দিক ও সংলগ্ন এলাকা এই জোনকে সাতটি ভাগে ভাগ করে নজরদারি চলবে। তার মধ্যে পাঁচটি জায়গায় ছাদ থেকে চলবে নজরদারি।জোন ২-এ নিরাপত্তার দায়িত্বে ১ জন ডিসি, ৩ জন এসি, ৬ জন ইনস্পেক্টর, ১২ জন এসআই, ১৭ জন এ এস আই, ৬৫ জন আনআর্মড পুলিশ, ১০ জন সাদা পোশাকে পুলিশ থাকবেন। জোন ৩ ডি জোনের বাইরে চৌরঙ্গী স্কোয়ার ও স্টেটসম্যন হাউস সংলগ্ন অংশ। এই জোন পাঁচটা ভাগে ভাগ করে থাকছে পুলিশ। নিরাপত্তার দায়িত্বে ১ জন ডিসি, ৫ জন এ সি, ৭ জন ইনস্পেক্টর, ১৮ জন এস আই ,১৯ জন এ এস আই, ১০৪ জন (আনআর্মড), ২ জন সাদা পোশাক পরা পুলিশ থাকবেন। এছাড়া ২১ জুলাইকে কেন্দ্র করে গোটা শহর ১০ জোনে ভাগ করে করা হয়েছে পুলিশি বন্দোবস্ত। প্রত্যেক জোনে ৫/৭ করে পিকেট থাকবে। প্রত্যেক জোনের কোথাও একজন তো কোথাও দু'জন ডিসি। যাদের অধীনে থাকবে অন্তত ৭০/৮০ জন করে পুলিশ। এছাড়াও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মঞ্চের আশপাশের হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে নজরদারি চলবে। মেট্রো রেলে অতিরিক্ত পুলিশ, চলবে ড্রোনে নজরদারিও। মঞ্চকে কেন্দ্র করে ৮টি জায়গার ছাদে থেকে ভিডিওগ্রাফি করা হবে। থাকবে অ্যান্টি সাবোটাজ টিম।

১-ম পাতার পর

তথ্যপ্রমাণ থাকলে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে, নির্দেশ হাই কোর্টের

সম্পাদকসম্পাদক এবং সমগ্র বার্তা বিভাগের কর্মীরা এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন। আনন্দবাজার অনলাইনের প্রধান সম্পাদক, সম্পাদক এবং কর্তৃপক্ষের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা এবং মাননীয় বিচারপতিদের প্রতি আস্থা, শ্রদ্ধা অটুট এবং অসীম। সম্মাননীয় পাঠক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কেউ এই প্রতিবেদনকে কোনও ভাবেই যেন বিচারব্যবস্থা এবং বিচারপতিদের সম্পর্কে অশোভন মন্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন কিংবা সমর্থন হিসেবে বিবেচনা না করেন।বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী এক নির্দেশে জানিয়েছে, বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠলে পুলিশকে তা খতিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশ সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে। যদি দেখা যায়, অভিযোগ সত্য এবং তা গ্রহণযোগ্য, তা হলে পুলিশ এফআইআর করতে পারবে। তবে গ্রেফতার বা কড়া পদক্ষেপ করার আগে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। জনৈক সুমন সিংহের করা জনস্বার্থ মামলায় আপাতত এই নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। চার সপ্তাহ পরে এই মামলার আবার শুনানি রয়েছে।

গত বছর ডিসেম্বরে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা ২৬টি এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ দেয়। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন মামলা করতে গেলেও আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল।তাঁর বিরুদ্ধে হয়ে চলা একের পর এক এফআইআরের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। আদালতের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, হয় এফআইআরগুলি খারিজ করে দেওয়া হোক, নয়তো অভিযোগের তদন্ত করুক সিবিআই। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, শুভেন্দু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তিনি মানুষের ভোটে নির্বাচিত। পুলিশ নিজে অথবা অন্য কারও নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে জনগণের প্রতি বিরোধী দলনেতার কর্তব্য স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে।সম্প্রতি শুভেন্দুকে এই 'রক্ষাকবচ' দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি আঙুল তুলেছিলেন বিচারপতি মান্থার দিকে। তিনি বলেছিলেন, "এই একজন বিচারপতি শুভেন্দু অধিকারীকে রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছেন। ভবিষ্যতে তিনি কোনও অপকর্ম করলে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না! এফআইআর করা যাবে না!" একই সঙ্গে বিচারপতির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, "আমি যদি প্রোটেকশন চাইতে যাই, আমায় দেবেন? খালি শুভেন্দু অধিকারীর ছত্রছায়ায় থাকা নেতাদের প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে।" তৃণমূলের নেতার কথায়, "আমি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলছি। তাতে আমার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিক।" এই নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করেছিল বিরোধী দলগুলি।

শুভেন্দুকে কি এবার রাজ্য সভাপতি করবেন মোদী-শাহ,

বিজেপিতে সম্ভাবনা নিয়ে জোর গুঞ্জন

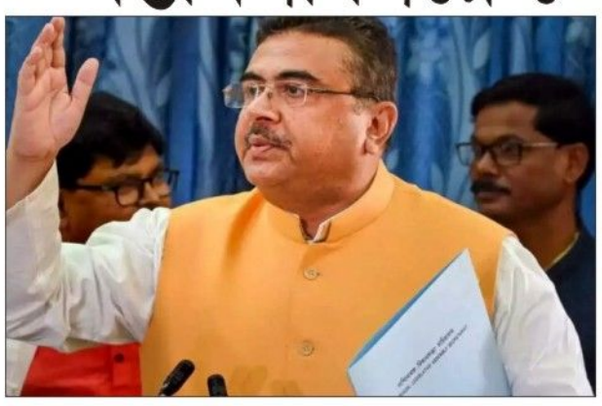

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশ সালে বিধানসভা ভোটের ঠিক পরের ঘটনা। সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত ও ততকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বাংলায় বিজেপির সংগঠনের ব্যাপারে আলোচনার সময়ে তাঁরা দুজনেই মোদীকে বলেছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীকেই দলের রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা করে দেওয়া হোক।বিজেপির এক কেন্দ্রীয় নেতার কথায়, শুভেন্দুকে সত্যিই যদি রাজ্য সভাপতি করা হয় তাহলে তাঁকে লোকসভা ভোটে প্রার্থী করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, বিজেপিতে এক ব্যক্তি দুই পদে থাকার নজির কম। একই সঙ্গে শুভেন্দুকে রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতার পদে রাখলে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাই লোকসভায় প্রার্থী হয়ে শুভেন্দু যদি জিততে পারেন, তাহলে বিরোধী দলনেতার পদ ছেড়ে দেবেন।

রাজনীতিতে চূড়ান্ত করে কোনও কিছুই বলা যায় না। কারণ, শেষ মুহূর্তে অনেক কিছুই নাটকীয় ভাবে বদলে যায়। এখন দেখার, রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরীণ রসায়ন বদলের যে গুঞ্জন চলছে তা কতদূর বাস্তবের রূপ নেয়।

শুভেন্দু বিজেপিতে গিয়েছিলেন, তখন মাত্র ৬ মাস হয়েছিল। অন্যদল থেকে আসা নেতাকে এক দ্রুত দলের সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়ার রেওয়াজ বিজেপিতে নেই। কিছুটা সময় নিয়ে তাঁর উপযোগিতার প্রমাণ পেলে তখন তাঁকে বড় সাংগঠনিক দায়িত্ব দিতে আবার একেবারেই ইতস্তত করেন না নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ । এই যেমন কংগ্রেস থেকে আসা নেতা সুনীল জাখরকে পাঞ্জাবে বিজেপি সভাপতি করা হয়েছে। আবার ডাগুবাতি পুরন্দেশ্বরীকে সদ্য অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপির রাজ্য সভানেত্রী করা হয়েছে। এঁরা দুজনেই কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে এসেছিলেন।ফলে একুশের ভোটের ঠিক পর পরই শুভেন্দুকে রাজ্য সভাপতি করার কথা ভাবেননি অমিত শাহ-নরেন্দ্র মোদীরা।

যেহেতু তিনি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জিতেছিলেন, তাই তাঁকে বিরোধী দলনেতা পদে স্বাভাবিক পছন্দ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। আর তাতপর্যপূর্ণ ভাবেই ওজনদার নেতা দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে তুলনায় নবীন সুকান্ত মজুমদারকে রাজ্য সভাপতি করা হয়। তার নেপথ্যে এই কারণও ছিল যে শুভেন্দুর গুরুত্ব যেন বেশি থাকে।

কিন্তু বিজেপি সূত্রের দাবি, লোকসভা ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারীকে এবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি করতে পারেন জেপি নাড্ডারা। সেক্ষেত্রে আপাতত বিরোধী দলনেতা ও রাজ্য সভাপতি দুই পদই শুভেন্দুর থাকতে পারে। এখানে একটা বিষয় জানিয়ে রাখা ভাল, মোদী-শাহ জমানায় বিজেপি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আগাম জানা মুশকিল। তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরানার মতই আঁটোসাটো। কদিন আগে তৃণমূল রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময়ে সম্ভাব্য নতুন মুখদের নাম যেমন কোনও সংবাদমাধ্যমই আগাম লিখতে পারেনি, তেমনটাই গত দশ বছরে মোদী-শাহ শাসনে দেখা গিয়েছে।

তবে এর পরেও কিছু খবর সংগঠনের মধ্যে দিয়েই চুঁইয়ে বাইরে আসে। তা নিয়ে জল্পনা হয়। পঞ্চায়েত ভোটের পর দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকেই সুকান্তকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ২২ তারিখ নাগাদ শুভেন্দু অধিকারীও দিল্লি গিয়ে অমিত শাহ ও নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সুকান্তকে রাজ্য সভাপতি পদ থেকে সরালে উত্তরবঙ্গে মন্ত্রীও করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে দলের দুই মন্ত্রীর মধ্যে একজনের মন্ত্রিসভার পদ যেতে পারে।

ইস্পাত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে

ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া এবং জাপানের অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মিঃ নিশিমুরা ইয়াসুতোশি আজ নতুন দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। ইস্পাত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

উভয় পক্ষই দুই দেশের শিল্পক্ষেত্রের পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেন। ইস্পাত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানো এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত ও জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হওয়ায় বিশ্ব ইস্পাত শিল্পক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে দুই নেতাই সম্মত হন।

সম্প্রতি ভারতের ইস্পাত ক্ষেত্রে জাপানের উৎপাদকদের বিনিয়োগের বিষয়টিতে নজর দিয়ে উভয় পক্ষই দুই দেশের সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়। এর ফলে, আন্তর্জাতিক ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হবে। উভয় পক্ষই 'নেট জিরো' লক্ষ্য পূরণের জন্য নিজেদের সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করে। সহযোগিতা বাড়াতে ভারত ও জাপান আগামীদিনে ইস্পাত বিষয়ক আলোচনা ও অন্যান্য সহযোগিতা কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংসদে বাদল অধিবেশনের আগে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির বঙ্গানুবাদ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : নমস্কার বন্ধুরা,

বাদল অধিবেশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। পবিত্র শ্রাবণ মাস চলছে। এবার শ্রাবণ মাসের সময়ও কিছুটা দীর্ঘ। শ্রাবণ মাসকে সঙ্কল্পের জন্য ও পবিত্র কাজের জন্য অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। আজ গণতন্ত্রের এই মন্দিরে আমি শ্রাবণের পবিত্র মাসে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। গণতন্ত্রের এই মন্দিরে এমন অনেক পবিত্র কাজ করার এর থেকে ভালো সুযোগ আর কিছুই হত না। আমার বিশ্বাস, সব মাননীয় সাংসদ মিলে এই অধিবেশনকে জনগণের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর করে তুলবেন।

সংসদের যে দায়িত্ব এবং এখানে উপস্থিত সব সাংসদের যে দায়িত্ব রয়েছে তার মধ্যে অনেক আইন তৈরি করা ও এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার মত জরুরি কাজ রয়েছে। এইসব বিষয়ে আলোচনা যত বেশি হবে ততই জনগণের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। এই অধিবেশনে যে মাননীয় সাংসদগণ আসবেন তাঁরা ধাত্রীভূমির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। জনগণের দুঃখ, কষ্ট তাঁরা অনুভব করেন। আর এজন্যই যখন আলোচনা হয় তখন তাঁদের তরফ থেকে যে চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয় তা একেবারে তৃণমূলস্তরে যুক্ত থাকে। এজন্যই এই আলোচনাগুলি সমৃদ্ধ হয় এবং তার থেকে উদ্ভূত ফলাফলও অনেক বেশি মজবুত ও কার্যকর হয়। এজন্যই সব রাজনৈতিক দল, সব মাননীয় সাংসদের কাছে এই অধিবেশনের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই।

এই অধিবেশন বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই অধিবেশনে যে বিলগুলি আনা হচ্ছে সেগুলি সরাসরি জনগণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। আমাদের তরুণ প্রজন্ম এখন সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল ক্ষেত্রে এক প্রকার নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই সময় তথ্য সংরক্ষণ বিল দেশের সব নাগরিকদের এক নতুন বিশ্বাস প্রদানকারী বিল হবে। বিশ্বে ভারতের স্থান বাড়াতে সাহায্য করবে এই বিল। একইভাবে, জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন শিক্ষানীতিকে সফল করার জন্য এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এর ব্যবহার গবেষণা ক্ষেত্রকে মজবুত করবে ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি, আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা বর্তমানে তাদের নানাবিধ কার্যের মাধ্যমে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাদের জন্য এক উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি হবে। জনগণের বিশ্বাস তৈরি করা এবং বিভিন্ন আইন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই বিল। একইভাবে যে পুরনো আইনগুলি রয়েছে সেগুলিকে বাতিল করার জন্যও একটি বিলের সংস্থান রাখা হচ্ছে। আমাদের এখানে বহু বছর ধরে এক ঐতিহ্য রয়েছে যে যখন কোনও বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তখন আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। ধ্যান বা মেডিটেশনের ঐতিহ্য আমাদের দেশে বহু বছর ধরে রয়েছে। এই ধ্যান বা মেডিটেশনকে এখন আইনি মান্যতা দিয়ে আনা হচ্ছে 'মেডিটেশন বিল'। একইভাবে, ডেন্টাল মিশনের জন্য যে বিল আনা হচ্ছে তা ডেন্টাল কলেজের জন্য ছাত্রছাত্রীদের এক নতুন ব্যবস্থার সুযোগ করে দেবে। এ ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল এবার সংসদের এই অধিবেশনে আনা হচ্ছে যা জনকল্যাণকর ও তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষ উপকারী হবে। এগুলি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আনা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এই সংসদে এই বিলগুলির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে আমরা দ্রুত দেশের উপকারের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

বন্ধুগণ,

আজ যখন আমি আপনাদের মাঝে এসেছি এবং এই গণতন্ত্রের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়েছি, তখন আমার মন ভারাক্রান্ত। আমি ক্ষুব্ধ। মণিপুরের যে ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে তা যে কোনও সভ্য সমাজের জন্যই লজ্জাজনক ঘটনা। যারা অপরাধ করেছে, পাপ করেছে তারা হয়তো নিজের জায়গায় এ কাজ করেছে কিন্তু অসম্মানিত হয়েছে পুরো দেশ। ১৪০ কোটি দেশবাসীকে লজ্জিত হতে হচ্ছে। আমি সকল মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে আবেদন জানাই যে তাঁরা যেন নিজেদের রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত করেন বিশেষ করে, আমাদের মা-বোনদের রক্ষার জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঘটনা রাজস্থানেরই হোক বা ছত্তিশগড়ের কিংবা ঘটনা হোক মণিপুরের, দেশের যে কোনও স্থানের যে কোনও রাজ্যের সরকারেরই উচিত রাজনৈতিক বাক্-বিতন্ডা সরিয়ে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দেওয়া, মহিলাদের সম্মান দেওয়া। আমি দেশবাসীকে এই বিশ্বাস দিতে চাই যে কোনও অপরাধীকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। আইন তার নিজের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মণিপুরের মেয়েদের সঙ্গে যা হয়েছে তা কখনও ক্ষমা করা যাবে না।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন

২১ ও ২২ জুলাই অসম ও ত্রিপুরা সফরে যাবেন

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ২১ ও ২২ জুলাই দু'দিনের সফরে অসম ও ত্রিপুরা যাবেন। ২১ জুলাই গুয়াহাটিতে তিনি এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর পর্ষদের কর্মীদের কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রপতির সম্মান প্রদান করবেন। এবার এই সম্মান পাচ্ছেন ২৯ জন। এই সমারোহে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী শ্রী পঙ্কজ চৌধুরি। এছাড়াও থাকবেন রাজস্ব সচিব শ্রী সঞ্জয় মালহোত্রা এবং শ্রী বিবেক জহুরি প্রমুখ।

এরপর এই বিশিষ্টজনেরা আগরতলায় জিএসটি ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ত্রিপুরায় যাবেন। সফরের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২২ জুলাই-এ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুরে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট পরিদর্শন করবেন।

২ পাতার পর

জেলার হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই শহরে, ধর্মতলায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

নিরাপত্তা সব মিলিয়ে তুঙ্গে ব্যস্ততা। সবে রাজ্যে পেরিয়েছে পঞ্চায়েত ভোট পর্ব।চরম ব্যস্ততা গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে। সেখানেও ভিড় জমছে জেলা থেকে আগত কর্মী-সমর্থকদের। তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গেই রয়েছে মেডিক্যাল টিম। ২ জন করে চিকিতসক ও ৪ জন করে স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে দুটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে। কর্মী সমর্থকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। সেখানে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান,পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের কর্মী, সমর্থকরা। ১২ হাজার কর্মী সমর্থকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। পাথুরিয়াঘাটার বিনানী ভবনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পুরুলিয়া থেকে আগত কর্মী সমর্থকদের। আগামীকাল সকালে বাসে করে তাঁরা যাবেন ধর্মতলা চত্বরে। বেশকিছু জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা রওনা দেবেন আজ রাতে। কেউ আসবেন ট্রেনে, কাউ বা বাসে। বাঁকুড়ার মতো একাধিক জেলায় ব্লক পিছু বাস ঠিক করা হয়েছে। কাল সকালেই তাঁরা পৌঁছে যাবেন ধর্মতলা চত্বরে। জেলা থেকে আগত কর্মী সমর্থক এবং সাধারণ যাত্রীদের যাতে অসুবিধে না হয়, তার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক। রয়েছে মেডিক্যাল টিম।স্বাভাবিক ভাবেই জয়ের আবহে এবার জনসমাগম অন্যবারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেই মনে করছে দল। জেলা থেকে আগত কর্মী সমর্থকদের থাকার জন্য যেসব জায়গায় ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে ভিড় জমতে শুরু করেছে।

সেন্ট্রাল পার্কে প্রায় ৩২ হাজার কর্মী, সমর্থকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৭ হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছে সেখানে। কর্মী সমর্থকদের জন্য হেঁশেলে রান্না হচ্ছে ভাত, ডাল, সবজি, ডিম। শিশুদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে দুধের। আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের লোকজন রয়েছেন সেখানে, সঙ্গে রয়েছেন মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূমের মানুষও। ব্যবস্থা রয়েছে মেডিক্যাল টিমের, অ্যাম্বুলেন্সের।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২০০ সংখ্যা ২১ জুলাই, ২০২৩ শুক্রবার ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

একুশের মঞ্চ থেকে 'বিয়াল্লিশে ৪২ চাই' ডাক দেবেন মমতা

পালটেছে বিরোধী, পালটেছে ক্ষমতা, অমর একুশে, নজরে সেই মমতা। গত ৩০ বছর ধরে মমতা এবং একুশে জুলাই যেন সমার্থক। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের থেকে এবছরের একুশে জুলাই একটু আলাদা। কারণ, এই মহাসমাবেশের দু'দিন আগেই বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোটের বৈঠক বসেছে কন্নড়ভূমে। উপস্থিত ছিলেন অসুস্থ কংগ্রেস 'সুপ্রিমো' সোনিয়া গান্ধী।

আরও একটি রাজনৈতিক দিক আছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিরোধী জোটের যা পরিসংখ্যান তাতে কংগ্রেস এককভাবে ম্যাজিক ফিগার পার করতে সক্ষম হবে না। সেই প্রেক্ষিতে ২৬ দলের মিলিত শক্তির উপরেই ভর করে আছে 'ইন্ডিয়া'। যার যত বেশি আসন তার তত বেশি গুরুত্ব। তাই মমতা নিজের অঙ্ককে পরিপাটি করে রাখতে নেমে পড়েছেন। বরাবরের মতো বিয়াল্লিশে ৪২ তাঁর লক্ষ্য। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তাই একুশের মঞ্চ থেকে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশের শপথ নেবেন মমতা।আর সেই বৈঠকেই মধ্যমণি ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আসমুদ্রহিমাচলের প্রায় সব বিজেপি বিরোধী দলের নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। সবাইকে অবাক করে কেন্দ্রের শাসকের বিরুদ্ধে এক হয়েছে ২৬টি দল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সব আঞ্চলিক দল এক হয়েছে। সহমত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম 'ইন্ডিয়া'য়। বৈঠকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর অভিজ্ঞতা ঈর্ষণীয়। শেষ পর্যন্ত মমতার ডাকেই সিলমোহর দিল বিরোধী জোট। 'জোট চাই', বলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি সকলের আগে ডাক দিয়েছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন এই একুশের মঞ্চ থেকেই, বলেছিলেন দিল্লি চলো। এই বৈঠকের প্রেক্ষিতেই আগামিকাল একুশে জুলাই। তৃণমূলের বাতসরিক সভা। যাঁরা তৃণমূলের নেতা-কর্মী তাঁদের কাছে এক ঐতিহাসিক দিন।

১৯৯৩ সালের মহাকরণ অভিযানে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু থেকে বহু উত্থান-পতন পেরিয়ে আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বলা যেতেই পারে মমতা তাঁর লক্ষ্যে সফল। ৩৪ বছর বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে আজ বামকে বিধানসভায় শূন্য করে দিয়েছে। একযুগ ধরে চলছে মমতার সরকার। তিন-তিনবার বিধানসভা, পঞ্চায়েত জয়ের হ্যাট্রিক। এবার একুশের ৩০ বছর পূর্ণ হবে। দলে দলে লোক আসবে। শাসকদল মনে করছে ভিড়ের রেকর্ড গড়বে বৃষ্টিস্নাত কলকাতার রাজপথ। এই কথাগুলি সমাবেশের প্রেক্ষিতে ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। কারণ, আজ অবধি কোনও একুশে জুলাই ফ্লপ হয়নি। এমনকী মমতার চরম দুর্দিনেও নয়। ২০০৪ সালে লোকসভা ভোট একা জিতেছিলেন মমতা। তবু জনস্রোত দেখেছিল শহিদ দিবস। ২০০৬ সালের বিধানসভা বা ২৩৫, তৃণমূল মাত্র ৩০। তবুও মানুষ একুশে জুলাইতে মানুষ দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন।

সদ্য হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে কন্টার দুর্যোগের জন্য দু'টি সভার বেশি প্রচার করতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু প্রথম সভাতেই তিনি পরিষ্কার করে দেন তাঁর পাখির চোখ ২০২৪'র লোকসভা নির্বাচন। বলেছিলেন, দিল্লির মসনদ থেকে বিজেপি সরকারকে না সরাতে পারলে শেষ হবে না বাংলার অর্থনৈতিক অবরোধ। একশো দিনের কাজ থেকে নানা প্রকল্পে কেন্দ্রের অর্থের বঞ্চনা করার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন মমতা। সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রের 'বাংলা বিরোধী' মানসিকতার বিরুদ্ধে। সুর চড়িয়েছিলেন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি থেকে জিএসটি-সহ একাধিক ইস্যুতে। সেই প্রেক্ষিতে একুশের সভা থেকে মমতা কী বলবেন, তা খানিক স্পষ্ট।

গোয়ায় চতুর্থ শক্তি রূপান্তর বিষয়ক কর্মীগোষ্ঠী (ইটিডব্লিউজি)-এর

বৈঠকের পাশাপাশি চতুর্দশ স্বচ্ছ শক্তি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এবং অষ্টম উদ্ভাবন মিশন বৈঠকের সূচনা হয়েছে

গোয়া, ২০ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : গোয়ায় ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বের আওতায় গতকাল থেকে শুরু হয়েছে চতুর্থ শক্তি রূপান্তর বিষয়ক কর্মীগোষ্ঠী (ইটিডব্লিউজি)-এর বৈঠক। এর পাশাপাশি, চতুর্দশ স্বচ্ছ শক্তি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এবং অষ্টম উদ্ভাবন মিশন বৈঠকও হয় প্রথম দিনে। ৩৪টির বেশি সদস্য দেশ এতে অংশ নেয়। ভারত সরকারের তরফে প্রথমে প্রতিনিধিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর ছিল আমেরিকা ও ব্রাজিলের সদস্যদের বিশেষ ভাষণ। এ বছরের মূল ভাবনা - 'একযোগে উন্নয়নশীল স্বচ্ছ শক্তি'।

বৈঠকের প্রথম দিনে ৮০০-র বেশি প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি নির্ধারক, গবেষক, শিল্পক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন। ৫০টির বেশি সহযোগী সংস্থা ৩০টি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে - স্বচ্ছ জ্বালানি, স্বচ্ছ শক্তি, চলাচল এবং শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন। ১৯ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত গোয়ার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রমোদ সাওয়ান্ত। উপস্থিত ছিলেন গোয়ার বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী সুদিন ধাবলিকর, ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সচিব শ্রী পঙ্কজ আগরওয়াল, মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অজয় তিওয়ারি এবং শক্তি ক্ষমতায়ন বিষয়ক ব্যুরো-র মহানির্দেশক শ্রী অভয় বাকরে। আগনেল পলিটেকনিক-এর ১৩০ জন পড়ুয়া একটি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। কার্বন অধিগ্রহণের বিষয়ে অর্থের যোগান, এর ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। স্বচ্ছ জ্বালানি বিষয়ক আলোচনায় বায়োমাস যথাযথ উপলব্ধ না হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। বায়ো-ভিত্তিক সামগ্রীর ভবিষ্যতে চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বাড়ানো হয়। স্বচ্ছ শক্তি প্রযুক্তির চাহিদা সম্পর্কে ও এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনাসভা হবে ২১ জুলাই। উল্লেখ্য, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে স্বচ্ছ শক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মজবুত করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পার্বতী শনির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শনি অভিশাপের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। কিন্তু পার্বতী সেকথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি শনিকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন। বারংবার অনুরোধের পর শনি শুধু আড়চোখে একবার গণেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

নিয়ে নিজেদেরকে তারা আর্য-ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। তারা নিজেরাই দাবি করত, তারও বিদেশাগত এবং ভারতীয়দের জয় করে এদেশের দখল নিয়েছে। এমনকি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেও তার প্রচলিত হিন্দুদের জন্য দেয় জিজিয়া করও তারা দিত না। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য-ব্রাহ্মণেরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে তারাও নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। আর যাই হোক বৈদিকধর্ম যুক্তি-বিজ্ঞান বহির্ভূত অলীক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এই ধর্মে সবার উপরে ব্রাহ্মণ রয়েছে বলেই এর এক নাম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ধর্মমতে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই বর্ণবাদের কথা আছে। মূলে চার বর্ণীয় হলেও বর্ণের মধ্যে আবার হাজার হাজার জাতিতে (ছয় হাজারের উপরে) বিভক্ত। এক জাতির অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহাদি বা কোনো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলে না। এক জাতি অন্য জাতির আহার গ্রহণ করে না। সবকিছুতে বিভেদ। নিম্নর্ণের হিন্দু যতই চরিত্রবান, সদগুণসম্পন্ন হোন না কেন, তিনি কোনো ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হতে পারেন না। ধর্মীয় কাজের অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণই। এমনকি নিম্নবর্ণের লোকদের বেদ পাঠের অধিকার নেই। বেদ মানতে হবে অথচ পড়া যাবে না কথাটা পরস্পর বিরোধী। ব্রাহ্মণেরা বেদবাক্য বলে যা বলবে তাই মানতে হবে! সত্যমিথ্যা জানার অধিকার কারও নেই! আবার এজন্য ব্যবস্থাও করেছে চমৎকার - লেখাপড়া শিখে যদি বেদ পড়ে বুজরুকি ধরে ফেলে কেউ, তাই লেখাপড়া শেখাই মানা! তাই বঙ্গদেশের নমঃজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তা হল, নমঃজাতির লোকেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা সমস্ত কার্যে পারদর্শী এবং শৌর্যবীর্যে অত্যন্ত উচ্চস্থানে ছিলেন। রাজকার্যে, সেনাবাহিনী ইত্যাদির বীরত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজারও নমঃজাতির লোক ছিলেন। সেই কারণেই পালরাজাদের রাজ্যচ্যুত হওয়া ও কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক বিজয় সেনের শাসনকালেই নমঃজাতির অধঃপতন শুরু হয় এবং বল্লাল সেনের আমলে তা চূড়ান্তপর্যায় পৌঁছায়। সেনরাজারাই রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে বঙ্গদেশ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মুছে দিয়েছিল। বল্লাল সেন ঘোষণা করেছিল বাংলার সমস্ত বৌদ্ধরা হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করবে, নয়তো মৃত্যুকেই বরণ করবে। যারা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারা শূদ্রবর্ণে ঠাঁই পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা বৃত্তি অনুযায়ী কায়স্থ, বৈদ্য, রাজবংশী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, কপালি, তেলি, মালি, ভুঁইমালি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়। কিন্তু নমঃজাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ বৈদিকধর্ম গ্রহণ করতে রাজি না হয়ে রাজশক্তির ভয়ে পালিয়ে নদীনালা, খালবিল, জল-জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন। বর্তমান কালের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলা ওই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। নতুন পুনর্বসিত ব্রাহ্মণেরা আগেই তাঁদের বৈদিকিকরণ করতে না পেরে চণ্ডাল গালি দিয়ে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। রাজা বল্লাল সেন ক্রোধভরে তাঁদের চণ্ডাল নামকরণ পাকাপাকি করে চিরস্থায়ী ভাবে অস্পৃশ্য করে রাখার বন্দোবস্ত করে।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের ইতিহাস না লিখলে এই লেখাটি আজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে জড়িয়ে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম। সিন্ধু থেকে হিন্দু শব্দটি এসেছিল এটা আমরা বহুকাল ধরে বলে আসছি। তাই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে একটু উপলব্ধি করায় আমাদের কর্তব্য।আর্য-পূর্ব ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতা বা মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত। তখনকার লোকেরা প্রকৃতি-পূজারী ছিলেন। তখন স্বাভাবিক নিয়মে ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে যে ধর্ম গড়ে ওঠে, সেই ধর্মই ছিল আদি "সনাতনধর্ম"। সেই ধর্মে কোনো বর্ণভেদ ছিল না, জন্মগত কারণে কেউ উঁচু, কেউ নীচু ছিলেন না। সেই যুগে অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের জন্ম হয়েছিল। তাঁরাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মানবিক উন্নতিকল্পে ধর্মীয় নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁদেরকে বুদ্ধ বলা হত। আর্য-পূর্ব ভারতে এরকম সাতাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়।

আর্যরা ভারতে এসে মূলনিবাসী ভারতীয়দের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সনাতনধর্মকে তছনছ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্রপাত করে। ওই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধর্মগ্রন্থ বেদ রচনা করা হয়। এই জন্য ওই ধর্মকে বৈদিকধর্মও বলা হয়। সেই ধর্মে উচ্চ-নীচ ক্রমানুসারে বর্ণবিভাগ করে সমাজে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করা হয়। বর্ণগুলি হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শূদ্রদের মধ্যে আবার বহু জাতপাতের সৃষ্টি করা হয়। অনেককে অস্পৃশ্যও করা হয়। সকল বর্ণ ও জাতের মধ্যে কর্মবিভাগ করে বিভিন্ন অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সম্পত্তি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাঁরা অমানবিকতার শিকার হয়ে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় হন।তবে বুদ্ধধর্ম কথাটি না লিখলে এলাকাটি আজ হয়তো সম্পন্ন হতো না। গৌতমবুদ্ধের ধর্মমত "বৌদ্ধধম্ম" প্রচারিত হলে ওই ধর্মের ন্যায়-নৈতিকতা, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার উদারতা দেখে অধিকাংশ ভারতবাসী মুগ্ধ হন। ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে অধিকাংশ ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতসম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ওই ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ফলে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ক্ষমতা ও অধিকার ভোগের সমাপ্তি ঘটে এবং দেশে আবার ন্যায়-নৈতিকতা ও সামাজিক সাম্য ফিরে আসে।সম্রাট অশোকের শাসনকালে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে ব্রাহ্মণদের সমাজে সর্বোচ্চ আসনে থাকা ও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার সুবিধা না থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্মও অবদমিত অবস্থায় থাকে। ফলে ব্রাহ্মণেরা রাগে ফুঁসতে থাকে। কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে তাদের কিছু করার ছিল না। অবশেষে সম্রাট অশোকের বংশধর বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনানায়ক পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন দখল করলে বহুদিন মাথা নত করে থাকা ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যলাভের পর পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এবং উৎকট নির্যাতনের অভিযান চালায়। দেশে বৌদ্ধধর্ম পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এজন্য সে সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করার আদেশ দেয় এবং প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর মাথার বিনিময়ে একশো স্বর্ণমুদ্রা ঘোষণা করে। ফলে বহু বৌদ্ধভিক্ষু মারা পড়েন এবং বাকিরা নেপাল, ভুটান ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যান। এভাবেই ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন হয়। ইতিহাস যা বলছে ভারতবর্ষের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটলেও একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা। পালরাজাদের শাসনকাল পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অটুট ছিল। কেননা পালরাজারা নিজেরাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পালরাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ রাজা বিজয় সেন বঙ্গদেশ দখল করলে সেখানেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার শুরু হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সহায়তায় বাংলায় সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে এনে ভূমি দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে বসানো হত, যাতে তারা আর্যবর্জিত বঙ্গদেশে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের সে প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। রাজা বিজয় সেনের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।তবে পুষ্যমিত্রের রাজ্যলাভের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় আরও কঠোর অবস্থান নিয়ে ফিরে আসে। ওই সময় পুষ্যমিত্রের আদেশে সুমতি ভার্গব নামক এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নতুন করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংবিধান কুখ্যাত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি লেখা হয়। চতুর্বর্ণ ও জাতপাত প্রথা আরও কঠোর অবস্থানে ফিরে আসে। পুনরায় মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণেরা সবার উপরে থেকে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক শূদ্র এবং কিয়দংশ অস্পৃশ্য হয়ে অধিকারহীন অবস্থায় দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে থাকেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

জীবনের সব থেকে বড় 'যুদ্ধ' কী? খোলাসা করলেন জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জাহ্নবী কাপুর, বলিউডের উঠতি অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের অভিনয়ের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দি ছবিতে মেয়ের অভিষেক দেখে যেতে পারেননি অভিনেত্রীর মা শ্রীদেবী।

২০১৮ সালে জুমাই মাসে 'ধড়ক' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন জাহ্নবী। কিন্তু তার আগেই মারা যান শ্রীদেবী। ওই বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দুবাই গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান 'চাঁদনী' খ্যাত অভিনেত্রী। এই মুহূর্তে 'বাওয়াল' ছবির প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন জাহ্নবী। সিনেমার প্রচারের জন্য একটি সাক্ষাৎকারে মাকে স্মরণ করেছেন অভিনেত্রী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই ছবির গল্প সাজিয়েছেন পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি। জাহ্নবীর মতে, মাকে হারানো তার জীবনের সব থেকে বড় যুদ্ধ হারার সমান। অভিনেত্রী বলেন, "আমার জীবনের সব থেকে বড় যুদ্ধ ছিল মা। 'ধড়ক'-এর শুটিং এবং মায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে লড়াই করা সহজ ছিল না।"

এই পর্বকেই তার জীবনের সব থেকে কঠিন সময় হিসেবে উল্লেখ করে জাহ্নবী বলেন, "ব্যক্তিগত জীবনের ওই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার মনোবল তৈরি করাটাই সবথেকে কঠিন ছিল। সমাধান খুঁজে বের করাটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় যুদ্ধ ছিল।"

চলতি বছরে শ্রীদেবীর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মায়ের সঙ্গে নিজের শৈশবে তোলা একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। সঙ্গে লিখেছিলেন, "এখনও তোমাকে খুঁজে বেড়াই মা। এখনও সেটাই করি যা তোমাকে গর্বিত করবে। যেখানেই যাই, যা করি সব কিছুই তোমাকে দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়।"

পাপারাজ্জির জুতা নিজে এগিয়ে দিলেন আলিয়া!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকাদের দেখলেই তাদের কাছে ভিড় জমান পাপারাজ্জিরা। অনেক সময় দেখা তাড়াহুড়া লেগে যায়। অনেক বলিউড তারকাদের পাপারাজ্জিদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতেও দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে আলিয়া ভাট কিছুটা আলাদা। তিনি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে কখনই খারাপ ব্যবহার করেন না। তবে এবার আলিয়া যা করলেন, তা মুগ্ধ হওয়ার মতোই।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যায়, আলিয়ার ছবি তোলার সময় এক পাপারাজ্জির জুতা খুলে যায়। সেই জুতা নিজ হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন আলিয়া।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মা সোনি রাজদান, বোন শাহীন ভাটের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বেরিয়েছিলেন আলিয়া ভাট। সেখানেই ঘটে ঘটনা। ডিনার শেষে গাড়িতে ওঠার সময় তাদের ছবি তুলতে ভিড় করেন পাপারাজ্জিরা। ছবি তোলার তাড়াহুড়ায় স্যান্ডেল রেখেই পেছনে সরেন সেই পাপারাজ্জি। খুলে যাওয়া স্যান্ডেল চোখ এড়াইনি আলিয়ার। তারপর সেই স্যান্ডেল নিজে হাতে তুলে সেই সাংবাদিকের হাতে তুলে দিলেন আলিয়া। সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে নেট-দুনিয়ায়।

আলিয়ার এমন কাণ্ড দেখে তো হতবাক নেটিজেনরা। এই ভিডিওতে দেখা গেছে, আলিয়ার সঙ্গে ছিলেন মা সোনি রাজদান এবং দিদি শাহিন ভাট।

প্রসঙ্গত, প্রেক্ষাগৃহে আসছে আলিয়ার নতুন সিনেমা 'রকি অউর রানি কি প্রেমকাহানি'। করণ জোহর পরিচালিত রোমান্টিক ছবিটিতে আলিয়ার বিপরীতে দেখা যাবে রণবীর সিংকে।

তামান্নাকে নিয়ে মনের কথা অকপটে স্বীকার করলেন বিজয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের প্রায় শুরু থেকেই বলিপাড়ার অন্দরে খবর ছড়িয়েছিল যে তামান্না ভাটিয়া এবং বিজয় বার্মা নাকি চুপিসারে প্রেম করছেন। প্রাথমিকভাবে মুখ না খুললেও তারা তাদের সম্পর্কের কথা কিছুদিন আগেই মেনে নিয়েছেন। তাও এটা ঘটেছে ঠিক তাদের সর্বশেষ কাজ, 'লাস্ট স্টোরিজ ২' মুক্তি পাওয়ার একদম আগে আগে। এই সিরিজেই তারা প্রথমবার একত্রে কাজ করলেন। নেটফ্লিক্সে সদ্যই মুক্তি পেয়েছে এই সিরিজ। সেখানে তাদের সুজয় ঘোষের বানানো অংশটায় দেখা গেছে।

তবে এভাবে কাজ মুক্তির ঠিক আগে আগেই সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার বিষয়টাকে অনেকেই বাঁকা নজরে দেখেছেন। তাদের মতে এটা সম্পূর্ণভাবে একটা গিমিক। ছবি প্রচারের জন্য তারা এই কাজটি করেছেন। এবার এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন খোদ বিজয় বার্মা।

কিছুদিন আগে তামান্না বিজয়কে তার ভালো থাকার ঠিকানা বলে জানান। এবার তার উত্তরে বিজয় বলেন, তামান্না কেবল তার ভালো থাকা নন। তিনি অভিনেত্রীকে পাগলের মতো ভালোবাসেন।

বিজয় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আশা করছি এটা এখন বেশ স্পষ্ট যে আমরা সত্যিই প্রেম করছি। আমি ভীষণ খুশি ওর সঙ্গে। প্রচণ্ড ভালোবাসি ওকে। আমি আমার ভিলেন যুগ শেষ করে এখন রোম্যান্সের যুগে ঢুকে পড়েছি।"

একটা সময় রটে যায় যে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই নাকি তারা একে অন্যের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটা কি সত্যি? ফিল্ম কম্প্যানিয়নকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তামান্না গত মাসে জানান, "আমি তো অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছি, সবার প্রেমে তো পড়িনি। প্রেমে পড়া আসলে একটা ব্যক্তি ব্যক্তিগত অনুভূতি। ও এমন একজন মানুষ যার মতো প্রেমিক আমি সবসময় চেয়েছি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভীষণ অরগ্যানিকভাবে তৈরি হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে 'লাস্ট স্টোরিজ ২'। আর বাল্কির এই কাজে একসঙ্গে একাধিক গল্প তুলে ধরা হয়েছে। তবে সব থেকে বেশি প্রশংসিত হয়েছে কঙ্কনা সেনশর্মা পরিচালিত অংশটি।

হাসপাতাল ছাড়লেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মাধবী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত ২১ জুন ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। শুক্রবার (১৪ জুলাই) ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

কয়েক সপ্তাহ আগে পায়ে সংক্রমণ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। প্রথমে তাকে রাখা হয়েছিল জেনারেল বেডে। তবে পরে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তার অনুরাগীরা। তবে শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরলেন বর্ষীয়ান এই অভিনেত্রী।

অভিনেত্রীর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অভিনেত্রীর দুই পায়ে র‍্যাশ বেরিয়েছিল। তার থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে এক মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল মাধবী মুখোপাধ্যায়ের। গত বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) অভিনেত্রীর নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা হয়েছে। টেস্টের রিপোর্ট ভালো আসায় শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বর্ষীয়ান অভিনেত্রীকে।

কেমন আছেন এখন মাধবী মুখোপাধ্যায়? হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, ত্বকের যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা পুরোপুরি সেরে গেছে। তবে আপাতত বিশ্রামে থাকবে হবে তাঁকে।

ভারতের টেস্ট ইতিহাসে

যেখানে প্রথম জয়সাওয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অভিষেক টেস্টে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি করেছেন ভারতের তরুণ ওপেনার জশস্বী জয়সাওয়াল। দ্বিতীয় দিন শেষ করেছেন ১৪৩ রানে অপরাজিত থেকে। ইনিংসটা আরও বড় করার সুযোগ আছে তার। তবে সেঞ্চুরি করেই গড়েছেন বেশ কিছু রেকর্ড। ভারতের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে গড়েছেন অনন্য কীর্তি। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করা ভারতের ১৭তম ব্যাটার ২১ বছরের জয়সাওয়াল। তার আগে এই কীর্তি গড়েছেন শেখর ধাওয়ান, পৃথ্বী শ'রা। কিন্তু জয়সাওয়াল ভারতের ৯১ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একমাত্র ওপেনার হিসেবে অ্যাওয়ে টেস্টে অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছেন। এর আগে অ্যাওয়ে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, বিরেন্দ্র শেবাগরা। ১৯৯৬ সালে লর্ডসে সৌরভ, ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লুমফন্টেইনে শেবাগ ওই কীর্তি গড়েছেন। তার আগে ১৯৭৬ সালে অকল্যান্ডের সুরিন্দর অমরনাথ, ১৯৯২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবীণ আম্রি অভিষেকে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। তবে তাদের কেউ জয়সাওয়ালের মতো ওপেনার ছিলেন না। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করে জয়সাওয়াল বলেছেন, 'আমার জন্য এটা খুব আবেগের মুহূর্ত। ব্যাটিং উপভোগ করেছি, এখনও অপরাজিত আছি। সুতরাং চেষ্টা করবো যত সম্ভব রান বাড়িয়ে নিতে। এটা আমার ক্যারিয়ারের একেবারেই শুরু। এখন তাই কতটা ডিসিপ্লিন থাকতে পারি এবং সামনে এগিয়ে যেতে পারি সেটাই দেখার থাকবে।'

টেস্ট অভিষেকে ডাবল সেঞ্চুরি আছে আট ব্যাটারের। সম্প্রতি (২০২১ সালে) ওই কীর্তি গড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইল মেয়ার্স (বাংলাদেশের বিপক্ষে) এবং নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে)। তবে ভারতের কোন ক্রিকেটার অভিষেকে ডাবল হাঁকাতে পারেননি। জয়সাওয়ালের সামনে সুযোগ থাকলেও দূরত্ব এখনও অনেক।

নেইমারকে নিয়ে

'দ্বিধায়' পিএসজি

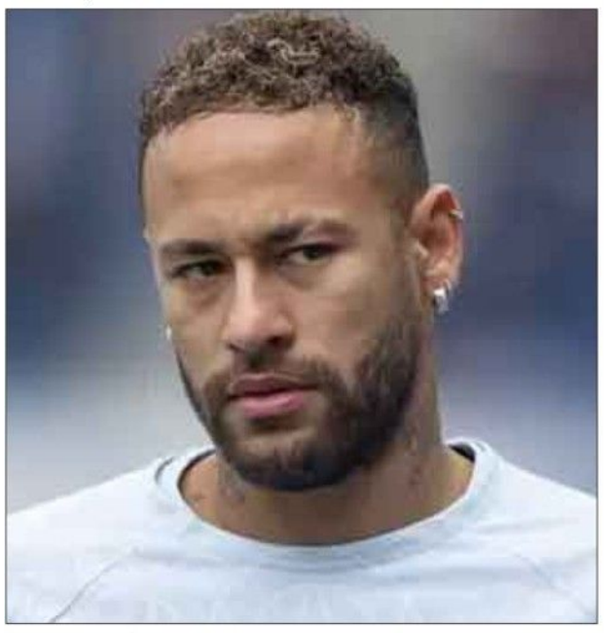

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি পিএসজি ছেড়েছেন। কিলিয়ান এমবাপ্পের এক পা প্যারিসের বাইরে। এতে করে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার জুনিয়রকে নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে কাতারি পেট্রো ডলারে চলা ফ্রান্সের ক্লাবটি।

ইনজুরি জর্জরিত নেইমারকে চলতি গ্রীষ্মে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল পিএসজি। তখন তো ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভাবেনি মেসি চলে যাবেন, এমবাপ্পেও চলে যেতে চাইবেন। ওই দু'জন চলে যাওয়ায় কোচ লুইস এনরিকেসহ পিএসজির একটি অংশ নেইমারকে ধরে রাখার পক্ষে। এর মধ্যে সংবাদ মাধ্যম লা প্যারিসিয়ান জানিয়েছে, নেইমারকে কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চেলসি। তারা নেইমারের জন্য প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে। নেইমার যদি ক্লাব ছাড়তে চান এবং পিএসজিও তাকে যেতে দিতে চায় তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করবে ক্লাবটি। চেলসি প্রস্তাব দিলেও নেইমার তাতে সাড়া দেবেন কিনা তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। কারণ চেলসি আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবে না। ব্রাজিলিয়ান তারকার বিষয়ে অবশ্য খোঁজ খবর রাখছিল ইউরোপের আরও কিছু শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব। নিউক্যাসল ইউনাইটেড এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তার মধ্যে অন্যতম।

নারী এককের ফাইনালে

জাবেউরের মুখোমুখি ভন্দ্রোসোভা নতুন চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে উইম্বলডন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চূড়ান্ত হয়েছে উইম্বলডন নারী এককের দুই ফাইনালিস্ট। সেমিফাইনালে দ্বিতীয় বাঁছাই আরিনা সাবালেঙ্কাকে ৬-৭ (৫-৭), ৬-৪, ৬-৩ সেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন ছয় নম্বর বাঁছাই ওন্স জাবেউর। আরেক সেমিফাইনালে এলিনা সভিতোলিনাকে সরাসরি ৬-৩, ৬-৩ সেটে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেন মার্কেতা ভন্দ্রোসোভা। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডনের ফাইনালে ওঠার কীর্তি গড়েন এই চেক তারকা। ফাইনালে ওঠা এই দুই তারকার সামনেই ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের হাতছানি। গত আসরে উইম্বলডনের ফাইনালে এলিনা রিবাকিনার কাছে হেরে শিরোপা জেতা হয়নি জাবেউরের। আর ২০১৯ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনে রানার্সআপ হয়েছিলেন ভন্দ্রোসোভা।

সেমিফাইনালের শুরু থেকেই লড়াই চলে জাবেউর ও সাবালেঙ্কার মধ্যে। কেউ কাউকে ছাড় দেননি। একবার সাবালেঙ্কা এগিয়ে গেলে পরেরবার এগিয়ে যান জাবেউর। এই দুই তারকার হাড্ডাহাড্ডি লড়া য়ে সেট গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানেও চলে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে প্রথম সেটে সাবালেঙ্কার সঙ্গে পেরে ওঠেননি জাবেউর। ৭-৫ ব্যবধানে টাইব্রেকার জিতে এগিয়ে যান সাবালেঙ্কা। দ্বিতীয় সেটে আরো আত্মবিশ্বাসী শুরু করেন তিনি। প্রথম গেমেই জাবেউরের সার্ভিস ভেঙে দেন। তবে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েননি জাবেউর। ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নেন দ্বিতীয় সেটে।

খেলা গড়ায় তৃতীয় সেটে। সেখানে দাপট দেখান জাবেউর। সাবালেঙ্কার শটের মোকাবিলা তিনি করেন বুদ্ধি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত নিজের সার্ভিস ধরে রেখে উইম্বলডনের ফাইনালে পা রাখেন গত আসরের রানার্সআপ। ফাইনালে ওঠার পর তিনি বলেন, 'ওই লোকদের ধন্যবাদ দিতে চাই। যারা সবসময় আমাকে বলে, জিতো বা হারো, আমরা তোমাকে ভালবাসি। এটা শুনতে খুব ভালো লাগে। আমি সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করি, যদিও আমি জানি সবাই আমাকে জয়ী দেখতে চায়।'

২০১১ সালে প্রথম বার কোনো গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফিতে হাত রেখেছিলেন জাবেউর। সেটা ছিল জুনিয়র গ্র্যান্ড স্লাম। এরপর থেকে দাপট দেখাতে থাকেন। গত আসরে ইতিহাস গড়ে প্রথম তিউনিশিয়ান খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু এলিনা রিবাকিনার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তার। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে রিবাকিনাকে হারিয়ে সেই হারের বদলা নেন তিনি। এবারের ফাইনাল নিয়ে জাবেউর বলেন, 'আমি ফাইনালে উঠেছি। শিরোপার জন্যই যাচ্ছি। আমি শতভাগ প্রস্তুতি নেব। আশা করি আমি শুধু তিউনিসিয়ার জন্য নয়, আফ্রিকার জন্য ইতিহাস গড়তে পারব।'

অপরদিকে শীর্ষ বাছাই ইগা সোয়াটেককে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন ইউক্রেনের এলিনা সভিতোলিনা। যিনি কিনা সেমিতে দাঁড়াতেই পারেননি র‍্যাঙ্কিংয়ের বাইরে থাকা মার্কেতা ভন্দ্রোসোভার বিপক্ষে। সভিতোলিনাকে সরাসরি সেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইলে ওফেন ভন্দ্রোসোভা। সেমিফাইনাল ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে থাকেন এই তারকা।

প্রথম সেটেই সভিতোলিনার তিনটি সার্ভিস ভেঙে দেন তিনি। সভিতোলিনাকে তেমন কোন সুযোগ না দিয়ে ৬-৩ ব্যবধানে জিতে নেন প্রথম সেট। দ্বিতীয় সেটেও একই ধারা অব্যাহত রাখেন ভন্দ্রোসোভা। পর পর সোভাতোলিনার দুটি সার্ভিস ভেঙে দেন। অন্যদিকে ধরে রাখেন নিজের সার্ভিস। ফলে ৪-০ এগিয়ে যান তিনি। পরে সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি সভিতোলিনা।

ফলে একই ব্যবধানে হেরে যান দ্বিতীয় সেট। উন্মুক্ত যুগের প্রথম অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে ওঠেন উইম্বলডনের ফাইনালে। জয়ের পর তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি খুব খুশি যে আমি এলিনার বিপক্ষে জিতে ফাইনালে উঠেছি। সে একজন যোদ্ধা এবং একই সঙ্গে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। আমার জন্য এটি একটি কঠিন ম্যাচ ছিল। পুরো ম্যাচে আমি নার্ভাস ছিলাম। আমি দ্বিতীয় সেটে ৪-০ তে এগিয়ে ছিলাম এবং সে ফিরে এসে দুবার আমার সার্ভিস ভেঙে দেয়। যে কারণে আমার ফোকাস আরো বাড়াতে হয় এবং কঠিন লড়াই করতে হয়। দর্শকদের সমর্থন জন্য কৃতজ্ঞতা।'

২০১৯ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন ভন্দ্রোসোভা। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি বার্টির কাছে পরাজিত হন তিনি। তারপরে চোটে দীর্ঘ দিন ভুগতে হয় তাকে। গত বছরও চোটের কারণে ছয় মাস ছিলেন কোর্টের বাইরে। ফলে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৩ নম্বরে নেমে যান তিনি। ফাইনাল নিয়ে ভন্দ্রোসোভা বলেন, 'ফাইনালে নিজের সেরাটা দেব। লড়াই করব। এ বারের প্রতিযোগিতায় প্রতিটা ম্যাচ উপভোগ করছি। ফাইনালেও সেটাই করতে চাই। যাতে প্রতিপক্ষ আমাকে সহজে হারাতে না পারে।'

২৪ বছরের ভন্দ্রোসোভা ছোট থেকেই খেলার পরিবেশে বড় হয়েছেন। তার দাদু ছিলেন জাতীয় স্তরে পেন্টাথলন চ্যাম্পিয়ন। মা পেশাদার ভলিবল খেলোয়াড়। ছোট থেকেই টেনিসে দাপট দেখাতে থাকেন ভন্দ্রোসোভা। জুনিয়র স্তরে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন। সিনিয়র স্তরে এসে শুরুতেই চমক দিয়েছিলেন এই বাঁ হাতি খেলোয়াড়।

নতুন কোচ হিসেবে

ল্যাঙ্গারকে বেছে নিলো লক্ষ্ণৌ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচিংয়ে ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান ও কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। দলটিতে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হলেন ল্যাঙ্গার। দুই বছরের চুক্তি শেষে ফ্লাওয়ারের মেয়াদ বাড়ায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। জিম্বাবুয়ের সাবেক এই ব্যাটসম্যানকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি ল্যাঙ্গারকে নিয়োগ দেওয়ার কথা শুক্রবার (১৪ জুলাই) বিবৃতি দিয়ে জানায় তারা। মেন্টর হিসেবে গৌতম গম্ভিরকে ধরে রেখেছে লক্ষ্ণৌ। সাপোর্ট স্টাফের অন্যান্য সদস্য বোলিং কোচ মর্নে মরকেল, ফিল্ডিং কোচ জন্টি রোডস ও সহকারী কোচ বিজয় দাহিয়াকেও রেখে দেওয়া হয়েছে। আইপিএলে কখনও কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই ল্যাঙ্গারের। তবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোচ হিসেবে বেশ সমৃদ্ধ তার ক্যারিয়ার। পার্থ স্কর্চার্সকে তিনি বিগ ব্যাশের শিরোপা এনে দিয়েছেন তিনবার। ২০২১ সালে তার কোচিংয়েই প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। বিতর্কের ঝড় তুলে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ হিসেবে তার অধ্যায়। স্বল্পমেয়াদে নতুন চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ২০২২ সালের শুরুর দিকে পদত্যাগ করেন তিনি।

ছেলে ও মেয়েদের সমান

প্রাইজমানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আইসিসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ছেলে ও মেয়েদের সমান প্রাইজমানি দেওয়ার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে আইসিসির বার্ষিক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সংস্থাটি। এখন থেকে আইসিসির সকল ইভেন্টে পুরুষ ও নারী দল কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচ জিতলে সমান অর্থ পাবে, আর্থিক দিক থেকে কোনো বৈষম্য থাকছে না।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০২০ ও ২০২৩ আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল পায় যথাক্রমে ১০ লাখ ডলার ও ৫ লাখ ডলার, যা ২০১৮ আসরে দেওয়া প্রাইজ মানির পাঁচগুণ ছিল।

এদিকে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত ছেলেদের সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড পায় ১৬ লাখ ডলার, রানার্স আপ পাকিস্তান পায় ৮ লাখ ডলার। তবে এখন থেকে দুটি প্রাইজমানি সমান হবে।

এ প্রসঙ্গে আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে বলেন, ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে রইল। আমি খুশি পুরুষ এবং নারী দল এখন থেকে আইসিসি প্রতিযোগিতায় সমান টাকা পাবে বলে। ২০১৭ সাল থেকে আমরা মেয়েদের প্রতিযোগিতায় আগের থেকে বেশি পুরস্কারমূল্য চালু করেছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল এই পুরস্কারমূল্য সমান করার। এখন থেকে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সমান পুরস্কার মূল্য দেওয়া হবে।

এদিকে, টেস্টে স্লো ওভার-রেটের কারণে আগে ম্যাচ ফি'র সর্বোচ্চ শতভাগ জরিমানা করত আইসিসি। সেই নিয়মে কিছুটা শিথিলতা এনেছে আইসিসি। এখন থেকে টেস্টে স্লো ওভার-রেটের কারণে ওভার প্রতি ম্যাচ ফি'র ৫ শতাংশ জরিমানা করা হবে ক্রিকেটারদের। যা সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কাটা হবে। তবে ব্যাটিং দল যদি ৮০ ওভারের আগেই অলআউট হয়ে যায় তাহলে জরিমানা করা হবে না। আগামী ১৬ জুন অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট থেকে প্রয়োগ করা হবে এই নিয়ম।

মেসিকে টপকে

গিনেস বুকে রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পেলে থেকে ম্যারাডোনা, ক্রুয়েফ থেকে জিদান। অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে অনেকের তুলনা হয়েছে। তবে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো এমন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল ইতিহাসে খুব একটা দেখা যায়নি। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ফুটবলে রাজত্ব করছেন এ দুই তারকা। কখনো এগিয়ে যান মেসি, আবার কখনো রোনালদো।

ফোর্বসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো ফোর্বসের সবচেয়ে বেশি আয় করা অ্যাথলেটসের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। শুধু তাই নয় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পক্ষ থেকেও ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়দের তালিকায় রোনালদোর শীর্ষে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

চলতি বছরের ১ মে পর্যন্ত করা এ হিসাবে এক বছরে রোনালদোর আয় ছিল ১৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার। উপার্জনের এই অঙ্ক রোনালদোকে এবার গিনেস বুকেও জায়গা করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে রোনালদোর ১৭তম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। এক বছরে মাঠ থেকে রোনালদোর আয় ছিল চার কোটি ৬০ লাখ ডলার এবং মাঠের বাইরে আল নাসর তারকার আয় দেখানো হয় নয় কোটি ডলার, যা সব মিলিয়ে পায় ছয় বছর পর রোনালদোকে সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী অ্যাথলেটদের তালিকায় শীর্ষস্থান এনে দেয়।

রেকর্ডস গড়ার পথে রোনালদো পেছনে ফেলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসিকে। যদিও ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়দের মাঝে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন লিওনেল মেসি। সেসময় তার আয় ছিল ১৩ কোটি ডলার।

রোনালদোর আয় বাড়ার কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রায় দ্বিগুণ বেতনে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনালদো। এ ছাড়া নাইকির সঙ্গে চুক্তি এবং তাঁর নিজস্ব ব্র্যান্ড সিআর সেভেন থেকেও বেশ ভালো পরিমাণে আয় করেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

রোনালদো ছাড়া শীর্ষ উপার্জনকারী ১০ খেলোয়াড়দের মধ্যে জায়গা পাওয়া অন্য দুই ফুটবলার হচ্ছেন মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। তালিকায় দুজনেরই অবস্থান অবশ্য যথাক্রমে ২ ও ৩ নম্বরে। এক বছরে মেসির আয় করেছেন ১৩ কোটি ডলার। অন্যদিকে, এমবাপ্পের আয় ছিল ১২ কোটি ডলার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR